ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

বিশ্ব অর্থনীতি যখন কোভিড ১৯ মহামারীর পরবর্তী প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার করছিল, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে পূনরায় একটি ধাক্কা দেয়। সেকারণে, এই বছর বিশ্ব অর্থনীতি নিষেধাজ্ঞার প্রভাব, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন, জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিময় হার অবচিতি, সুদের হার বৃদ্ধি, করোনা ভাইরাসের নতুন রূপের হুমকি এবং এই সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে। এর পাশাপাশি, আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩ ভূ-অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার উত্থান এবং কীভাবে মতাদর্শগতভাবে অনুরূপ অর্থনীতির দিকে বিনিয়োগ কেন্দ্রিভূত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করছে। বৈদেশিক বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে বাংলাদেশ উল্লিখিত সকল দিকগুলোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক খাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং এর উপাদানসমূহ, বিনিময় হার এবং রিজার্ভ, নেট আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের অবস্থান, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংযুক্ত অফিসসমূহের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমান দাঁড়ায় ৭,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ঘাটতির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে দাঁড়িয়েছে ৩২,২৬৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার এ,যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৪৫,৯৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। রিজার্ভের এই পরিমান দিয়ে দেশের ৪.৯ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। একই সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে ১২.০৭ শতাংশ। পাশাপাশি, বাংলাদেশের নেট ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন (আইআইপি) পজিশন এবং এক্সটার্নাল অ্যাসেট-লাইবিলিটি রেশিও গত বছরের তুলনায় কমেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভুত এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। পাশাপাশি সরকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, আঞ্চলিক একত্রীকরণ চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগগুলি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ যেখানে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগগুলি দীর্ঘমেয়াদী ধরণের এবং ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে লক্ষ্য রেখে নেয়া হয়েছে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ধারা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি সুরক্ষাবাদের উত্থান, ভূ-রাজনীতি, মহামারী, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিশেষ করে ই-কমার্স, লজিস্টিকস এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার, টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা এসবের উপর লক্ষ্য রেখে আবর্তিত হচ্ছে। এই বছরে, অনেক দেশই তাদের দেশীয় শিল্প এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য উচ্চ শুল্কায়ন এবং বাণিজ্য বাধা সৃষ্টিসহ সুরক্ষাবাদী নীতি বাস্তবায়ন করেছে। আবার ব্রেক্সিট, মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ, ইউক্রেনের যুদ্ধ সহ ভূ-রাজনৈতিক গতিধারা বিভিন্ন দেশে একধরণের অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। করোনা মহামারী অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির পদচিহ্ন রেখে গেছে। অন্যদিকে সবুজায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন এর ধারায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম দিন দিন নীতি নির্ধারকদের এবং ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। উল্লিখিত এই বিষয়সমূহ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত করেছে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্ব বাণিজ্যকে নেতিবাচক দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছ। এর বিপরীতচিত্র হিসেবে বলা যায়, ডিজিটাল প্রযুক্তি, এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন ব্যবসায়িক খরচ কমিয়েছে, দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে এবং বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে। যদিও ডিজিটাল প্রযুক্তি একই সাথে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি, ডেটা গোপনীয়তার ঝুকি এবং ডিজিটাল বিভাজন তৈরী করেছে। সামগ্রিকভাবে, বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে উত্থান-পতনের মধ্যে ছিল, কিছু দেশ এই অবস্থাকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছ আবার কিছু দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক জানুয়ারী ২০২৩-এর পূর্বাভাস অনুসারে, বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালের ৫.৪ শতাংশ থেকে ২০২৩ এ ২.৪ শতাংশে নেমে যাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করেছে যা পুনরায়

২০২৪-এ ৩.৪ শতাংশে উন্নীত হবে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালের ৬.৬ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ২.৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা পুনরায় ২০২৪ সালে ২.৭ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য, বাণিজ্যের এই পরিমাণ ২০২২ সালের ৩.৪ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ২.৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে যা ২০২৪ সালে আবার ৪.৬ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ব্রেক্সিট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরী করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিকভাবে একত্রীকরণের ধারা থেকে বিপরীতমূখী ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন তৈরী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই বিভাজন পুঁজি, শ্রমিক এবং বৈদেশিক লেনদেন এর আন্তঃসীমান্ত চলাচলের বিধিনিষেধকে আরও তীব্র করতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী গণপণ্য সরবরাহে বহুপাক্ষিক সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩ এ দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নীতিনির্ধারকরা পণ্যের সরবরাহ শৃংখলকে কম ঝুঁকিপূর্ণ রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে পছন্দনীয় এবং বিশ্বস্ত দেশগুলিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া সরানোর কৌশল অবলম্বন করছে। একারণে, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিশেষ করে কৌশলগত খাতসমূহে এর প্রবাহ ভূ-রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, কাঠামোগত সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	১০.৪	৫.৪	২.৪	৩.৪
উন্নত অর্থনীতি	৯.৪	৬.৬	২.৩	২.৭
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	১২.১	৩.৪	২.৬	৪.৬

উৎসঃ আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক জানুয়ারী ২০২৩

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মোট ৩৭,০৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০২১-২২-এর একই সময়কালের (৩৩,৮৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ৯.৫৬ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার খাতে এর সম্মিলিত অবদান হচ্ছে ৮৪.৫৮ শতাংশ। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জুতা (৮.২৮%) এবং অন্যান্য শিল্প পণ্যের (৪.১৬%) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, অন্য বেশিরভাগ পণ্য থেকে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়, শতকরা অংশ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.২: পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২*	২০২২-২৩*	২০২১-২২*	২০২২-২৩*	
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১৬৪৩**	**১৯১১**	**১৪০৭**	**১০৭২**	**৪.১৬**	**২.৮৯**	**-২৩.৮১**
১। কাঁচাপাট	১৩৮	২১৬	১৪৬	১৩০	০.৪৩	০.৩৫	-১০.৯৬
২। চা	৪	২	২	১	০.০১	০.০০	-৫০.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৭৭	৫৩৩	৪০৭	৩১৯	১.২০	০.৮৬	-২১.৬২
৪। কৃষিজাত পণ্য	৫৩২	৫০২	৩৪৯	৩৪১	১.০৩	০.৯২	-২.২৯
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৪৯২	৬৫৮	৫০৩	২৮১	১.৪৯	০.৭৬	-৪৪.১৪
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৩৭১১৫**	**৫০১৭২**	**৩২৪৩৬**	**৩৬০০৬**	**৯৫.৮৪**	**৯৭.১১**	**১১.০১**
৬। পাটজাত পণ্য	১০২৩	৯১১	৬৫৪	৪৮০	১.৯৩	১.২৯	-২৬.৬১
৭। চামড়া	১১৯	১৫১	১০০	৮৬	০.৩০	০.২৩	-১৪.০০
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	২৩	৩৪	১৯	১২	০.০৬	০.০৩	-৩৬.৮৪
৯। তৈরি পোশাক	১৪৪৯৭	১৯৩৯৯	১২৪২৭	১৪৩০২	৩৬.৭২	৩৮.৫৭	১৫.০৯
১০। নীটওয়্যার	১৬৯৬০	২৩২১৪	১৫০৭০	১৭০৬০	৪৪.৫৩	৪৬.০১	১৩.২১
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	২৮১	৩৬৪	২৫৭	২০২	০.৭৬	০.৫৪	-২১.৪০
১২। জুতা	৩৪৪	৪৪৯	২৯০	৩১৪	০.৮৬	০.৮৫	৮.২৮
১৩।হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	৩৪	৪৩	৩০	১৯	০.০৯	০.০৫	-৩৬.৬৭
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য	৫২৯	৭৯৬	৫৩৪	৩৪৯	১.৫৮	০.৯৪	-৩৪.৬৪
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৩৩০৫	৪৮১১	৩০৫৫	৩১৮২	৯.০৩	৮.৫৮	৪.১৬
মোট রপ্তানি	**৩৮৭৫৮**	**৫২০৮৩**	**৩৩৮৪৩**	**৩৭০৭৮**	**১০০**	**১০০**	**৯.৫৬**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত # কাস্টমসভিত্তিক * জুলাই-ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৬,৪৩৯.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪,৯০৬.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৭.৩৭ শতাংশ এবং ১৩.২৩ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া, গৃহস্থালী বস্ত্র ইত্যাদি। দেশভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.৫৭ %) ও ফ্রান্স (৫.৬৮ %)। দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৩: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৮৯	৭৩০.৮১	১০৩৬.৬	৭১২.৪৭	১০৯০.০২	৭৫০.২৬	৯০৪৬.২১	২৭০২৭.৩৬
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬২	৪৭২০.৪৯	২৯১৭.৭৩	১৬৭৭.৬৮	৯৭০.৫৪	১৩৩২.৩৯	৮৫৮.১৩	১০৯৯.৬৩	৮৬২.০৮	১০১৬৪.৩৩	৩০১৮৬.৬২
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৪৯৮৮.০৮	৪০১৭.৬	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৯৪.০৪	৮৪৫.৯২	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৭৩০.৯৭	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৫৪৭৫.৭৩	৩৫৬৯.২৬	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৫৪৩.	৩৪৮৪৬.৮৪
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৫৮৯০.৭২	৩৯৮৯.১২	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৩৭	১১১৮.৭২	১১৩১.৯	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৬১৭৩.১৬	৪১৬১.৩১	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮	১৩৬৫.৭৪	১৪৫৩২.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০	৫৮৩২.৩৯	৫০৯৯.১৯	৩৪৫৩.৮৮	১৭০৩.৫৮	৭২৩.৪৩	১২৮২.৮১	১০৯৮.৬৮	১০০০.৪৯	১২০০.৭৮	১২২৭৮.৮৬	৩৩৬৭৪.০৯
২০২০-২১	৬৯৭৪.০১	৩৭৫১.২৭	৫৯৫৩.৫১	১৯৬২.১৪	৭০৪.৯৮	১৩০৮.৬২	১২৭৭.৪৪	১১৬৪.০১	১১৮৩.৬৪	১৪৪৭৮.৬৯	৩৮৭৫৮.৩১
২০২১-২২	১০৪১৭.৭২	৪৮২৮.০৮	৭৫৯০.৯৭	২৭১১.০৬	৯০০.০৩	১৭০২.২৯	১৭৭৫.০১	১৫২২.৯৬	১৩৫৩.৮৫	১৯২৮০.৬৯	৫২০৮২.৬৬
২০২২-২৩*	৬৪৩৯.৭৭	৩৫৪৭.৫৫	৪৯০৬.১৩	২১০৭.৬৪	৬৪৪.০৮	১৬২৭.৭৯	১৪২১.৮১	১১০১.৫৬	১২৮৫.৭১	১৩৯৯৫.৬৪	৩৭০৭৭.৬৮
২০২২-২৩* (%)	১৭.৩৭	৯.৫৭	১৩.২৩	৫.৬৮	১.৭৪	৪.৩৯	৩.৮৩	২.৯৭	৩.৪৭	৩৭.৭৫	১০০.০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি

পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২,৭১৩.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের মোট আমদানি ব্যয়ের (৫৮,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ১০.৩ শতাংশ কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৪: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২* (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	২০২২-২৩* (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৫৮৪৬	৬৫৪৮	৯৮৮৯	৯৬৯৫	৬৪৪৭	৬৪৭৬
চাল	১১৫	২২	৮৫১	৪২৭	৪১৫	৫৩৭
গম	১৪৩৭	১৬৫১	১৮৩০	২১৩৫	১৫২৭	১২৩৯
তৈলবীজ	৭৯৬	১১৮৩	১৪০৬	১৭৫৮	১০৩৫	৮২৯
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪১৬	৭৩১	২৬১৬	৯৩৬	৫৭৪	৬৭৭
তুলা	৩০৮২	২৯৬১	৩১৮৬	৪৪৩৯	২৮৯৬	৩১৯৪
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১২১৮৫	১১১৪৫	১৪১৭৯	২২৩৭৮	১৪৬৬০	১৩৬৪৩
ভোজ্য তৈল	১৬৫৬	১৬১৭	১৯২৬	২৮৯৩	১৮৩১	২০৫৬
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৪৫৬২	৪৬২৭	৬৩৬৯	৭০৫৭	৪৪০৫	৩৭৪৮
সার	১৩০১	১০৩৫	১৩৬০	৪৩৯১	৩১১৯	৪১৮৯
ক্লিংকার	৯৯৩	৮৭৯	১০৪৮	১২২৩	৭৫৪	৭৭২
স্টেপল ফাইবার	১২২৮	১০৮৬	১০৪০	১৫৬৯	১০৪০	১০০৯
সূতা	২৪৪৫	১৯০১	২৪৩৬	৫২৪৫	৩৫১১	১৮৬৯
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৫৪১৩	৩৫৮১	৩৮২৫	৫৪৬৩	৩৭৭৩	৩৩৬৫
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৩৬৪৭১	৩৩৫১১	৩৭৭০২	৫১৬২৬	৩৩৮৯৪	২৯২২৯
সর্বমোট (সিআইএফ)	৫৯৯১৫	৫৪৭৮৫	৬৫৫৯৫	৮৯১৬২	৫৮৭৭৪	৫২৭১৩
শতকরা পরিবর্তন* (%)	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	৪৬.৭	-১০.৩

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত। নোটঃ *পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

পণ্য আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত দেশে আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৭.২৮ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১২.৪৮%) ও জাপান (৩.৫২%)। সারণি ৬.৫ এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২১-২২	১৫১৭৯	২৪২৫৫	৩০৬৬	৩৪০২	৩৩৪	১৪৬৬	২০০৬	৩১৯৩	২৯৬৬	৩৩২৯৫	৮৯১৬২
২০২১-২২*	১০০২৬	১৬১৩৯	১৯৪০	২৩৮৬	২২৯	৯৪৩	১৩৪৩	২১৫২	১৬১৪	২২০০২	৫৮৭৭৪
২০২২-২৩*	৬৫৭৬	১৪৩৮১	১৬২৩	১৮৫৮	১৮৭	৮৬১	১০৫৪	১৭৫৩	১৬৯৩	২২৭২৭	৫২৭১৩
শতকরা হার	১২.৪৮	২৭.২৮	৩.০৮	৩.৫২	০.৩৫	১.৬৩	২.০০	৩.৩৩	৩.২১	৪৩.১১	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।
নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তের ভিত্তি ব্যাংকিং রেকর্ড এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ ভিত্তি শুল্ক বিভাগের রেকর্ড।

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত বাণিজ্য ভারসাম্য লেখচিত্র-৬.১ এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য

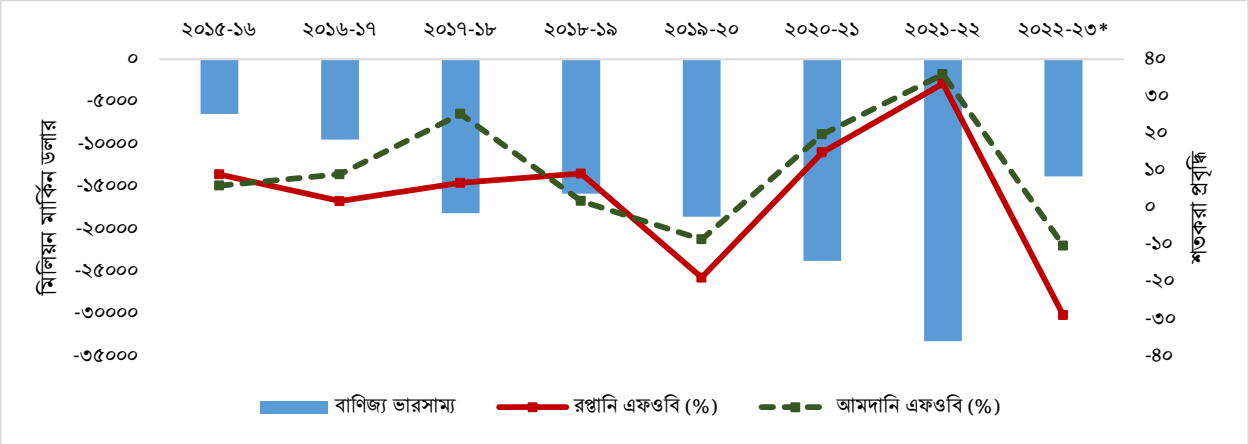

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

সেবাখাতের বাণিজ্য

২০২২-২৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত, সেবাখাতের বাণিজ্যে নিট ঘাটতি ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ২,৫৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরগুলিতে, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবা সমূহ থেকে যদিও ক্রমাগত রপ্তানি আয় বেড়ে চলেছে। তবে একইসাথে, পরিবহন, ভ্রমণ, অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহের আমদানি ও বেড়েছে, যা এরূপ ঘাটতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। সেবাখাতের বাণিজ্য থেকে নেট আয়/ঘাটতি সারণি ৬.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬ থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে সেবাখাতের রপ্তানি থেকে প্রাপ্তির চেয়ে সেবাখাতে আমদানির জন্য বেশি ব্যয়ের কারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও ঘাটতির পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কমতে শুরু করেছিলো। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে ঘাটতির পরিমান বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে করোনা মহামারির প্রভাবকে চিহ্নিত করা যায়। সেবাখাত থেকে রপ্তানির বর্ধিত সম্ভাবনা বিবেচনা করে আইসিটি ও সফটওয়্যার খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, সেবার গুনগত মানের উন্নয়ন এবং পর্যটন বিকাশকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া হলে ভবিষ্যতে এই ঘাটতি কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণি ৬.৬: সেবাখাতের বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেবাসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২*	২০২২-২৩*
সেবা (নেট)	**-৩২৮৮**	**-৪২০১**	**-৩১৭৬**	**-২৫৭৮**	**-৩০২০**	**-৩৯৫৫**	**-২৪২৭**	**-২৫৫৭**
মোট প্রাপ্তি	**৩৬২১**	**৪৫৪০**	**৭১৫৪**	**৬৭১৬**	**৭৪৩৯**	**৯৯২৫**	**৬৩৪৪**	**৫৮৩৮**
১. পরিবহণ	৪৩৬	৫৮৯	৬৬৩	৫৭৩	৮৫৩	১৭৫৩	১১৯৬	৭৩৬
২. ভ্রমণ	২৯৩	৩৫১	৩৬৮	৩২০	২১৯	৩৫৬	২২৩	২৯৪
৩. টিলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৫৬৯	৫৩৮	৫৫৭	৪৬৫	৪৩৭	৭৫৫	৫০০	৪৫৫
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৫০৩	৫৯৪	৯৮৪	৮৮৪	৯২৩	১১৩১	৭০২	৭৯১
৫. সরকারি সেবাসমূহ	১৫১৯	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪	২৬৩৫	১৬৩১	১৪২৮
৬. অন্যান্য	৩০১	৪৭২	১৭৬৫	১৫৮৫	২৩৩৩	৩২৯৫	২০৯২	২১৩৪
মোট পরিশোধ	**৬৯০৯**	**৮৭৪১**	**১০৩৩০**	**৯২৯৪**	**১০৪৫৯**	**১৩৮৮০**	**৮৭৭১**	**৮৩৯৫**
১. পরিবহণ	৪৫০৫	৫৫২৯	৫৬৩৮	৫২৮৭	৬৩৬৪	৮৬২৯	৫৫৫৫	৫০০৫
২. ভ্রমণ	৫১৩	৮১৫	৮২৩	৭০০	৪২৩	১০১৮	৫৩০	৯৩৪
৩. টিলিযোগাযোগ ও আইসিটি	১০৮	৭৮	৯২	১০৫	১০৪	১২৪	৬৫	৯২
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৪৬৬	৯৯৫	৮৪৭	৭২৮	৬৪১	৮২১	৫৭৯	৪৪১
৫. সরকারি সেবাসমূহ	২৩৬	৩২১	২১৭	২২৫	৫২৪	৩৮২	১৬৭	১৯৫
৬. অন্যান্য	১০৮১	১০০৩	২৭১৩	২২৪৯	২৪০৩	২৯০৬	১৮৭৫	১৭২৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি

প্রাথমিক আয় হিসাব

বিগত বছর গুলিতে প্রাথমিক আয় হিসাবে নেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি), এই ঘাটতি ৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ২,৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরের এই সময়ে ছিল ১,৯৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতির বড় অংশ এসেছে মূলত বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধ, বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভরতা এং বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা নিজ নিজ দেশে প্রেরণের কারণে ।

মাধ্যমিক আয় হিসাব

সরকারিভাবে প্রদত্ত খাদ্য ও পণ্য সহায়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সহযোগিতা মাধ্যমিক আয় হিসাবের মূল উৎস। এছাড়া প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, অন্যান্য উপহার এবং অনুদান এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি), ৫৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নেট বৃদ্ধির ফলে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৩,৮৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে এবং এই রেমিট্যন্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি বড় উৎস।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি লক্ষণীয়। এতদসত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি পূর্ববর্তী বছর এর তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে যায়। তবে ২০২২-২৩ (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে এই ঘাটতির পরিমান কমে দাঁড়িয়েছে-৪,৩৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। পণ্য রপ্তানী আয়ের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্বক হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে রেমিটেন্স প্রবাহের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকায় এ সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

মূলধন এবং আর্থিক হিসাব

দেশীয় এবং অ-নিবাসীদের মধ্যে অ-উৎপাদিত, অ-আর্থিক সম্পদের স্থানান্তর এবং মূলধন সহয়ায়তা থেকে উদ্ভুত মূলধন হিসাব যা বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে খুবই স্বল্প পরিমাণের। প্রধানত: সরকারি প্রকল্প অনুদান (কারিগরি সহায়তা ব্যতীত) আকারে কিছু মূলধন স্থানান্তরকে এই হিসাবের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে ২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট মূলধনের প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) আর্থিক হিসাব এ ১,৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট ঘাটতি ছিল যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১,৯০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থবছরে নেট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সামান্য বাড়লেও অন্যান্য খাতের বিনিয়োগের চিত্র আশাব্যঞ্জক না হওয়ার কারণে এই ঘাটতি লক্ষণীয় হয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য একটি দেশের সাথে বিশ্বের বাকি অংশের সাথে লেনদেনকে প্রতিফলিত করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ভারসাম্য এর উপাদাসমূহ নিয়ে এই লেনদেন ভারসাম্য সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি কমে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে এটা দাঁড়িয়েছে ১৩,৮২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২২,৪৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের চলতি হিসাবেও গত পাঁচ বছর যাবত ঘাটতির ধারা অব্যহত রয়েছে । তবে এই সময়ে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতি ৪,৩৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, মূলধনী হিসাবের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেলেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। সব মিলিয়ে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়ে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমান ছিল ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্য সারণি-৬.৭ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২১-২২*	২০২২-২৩*
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৯৪৭২	-১৮১৭৮	-১৫৮৩৫	-১৮৫৬৯	-২৩৭৭৮	-৩৩২৫০	-২২৪৩১	-১৩৮২৮
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	৪৯২৪৫	৩১৯৪৬	৩৪৯৬৬
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৮২৪৯৫	৫৪৩৭৭	৪৮৭৯৪
সেবা	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০২০	-৩৯৫৫	-২৪২৭	-২৫৫৭
প্রাথমিক আয়	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩০৭০	-৩১৭২	-৩১৫২	-১৯৬৯	-২৪৫১
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮.৩	৯৬০	৯০৯	৯৪২	৬০৬	৮৫৫
মাধ্যমিক আয়	১৩২৯৯	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৮২	২৫৩৯৫	২১৭১৮	১৩৮৬৩	১৪৪৪৯
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	২১০৩২	১৩৪৩৯	১৪০১৩
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-১৩৩১	-৯৫৬৭	-৪৪৯০	-৫৪৩৫	-৪৫৭৫	-১৮৬৩৯	-১২৯৬৪	-৪৩৮৭
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব								
মূলধনী হিসাব	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬	৪৫৮	১৮১	১৪৩	২০৩
আর্থিক হিসাব	৪২৪৭	৯০১১	৫১৩০	৮৬৫৪	১৪০৬৭	১৩৭৭৫	১১৯০৫	-১৫৩৭
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (গ্রস)	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭	৪৬৩৬	৩১৩১	৩৫০৪
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-১৫৮	-৯২	-৪৩
অন্যান্য বিনিয়োগ	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২৯৮১	১২১০৬	১০৫৩৫	-৩০২৯
ভুলভ্রান্তি	-১৪৭	-৬৩২	-৭০০	-৩০৬	-৬৭৬	-৬৯৭	-১৩০৬	-২২২৮
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৩১৬৯	-৮৫৭	১৭৯	৩১৬৯	৯২৭৪	-৫৩৮০	-২২২২	-৭৯৪৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর ঘাটতির প্রভাব বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিতে লক্ষণীয় হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর ৪৫,৯৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে এটা ৩২,২৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দিয়ে ৪.৯ মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এই অর্থবছরে। ৩০ জুন ২০১৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.২ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯৪৩
৩০.০৬.২০১৯	৩২৭১৭
৩০.০৬.২০২০	৩৬০৩৭
৩০.০৬.২০২১	৪৬৩৯১
৩০.০৬.২০২২	৪১৮২৭
২৮.০২.২০২২	৪৫৯৪৮
২৮.০২.২০২৩	৩২২৬৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬:২. বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ও আমদানি ব্যয় পরিশোধ

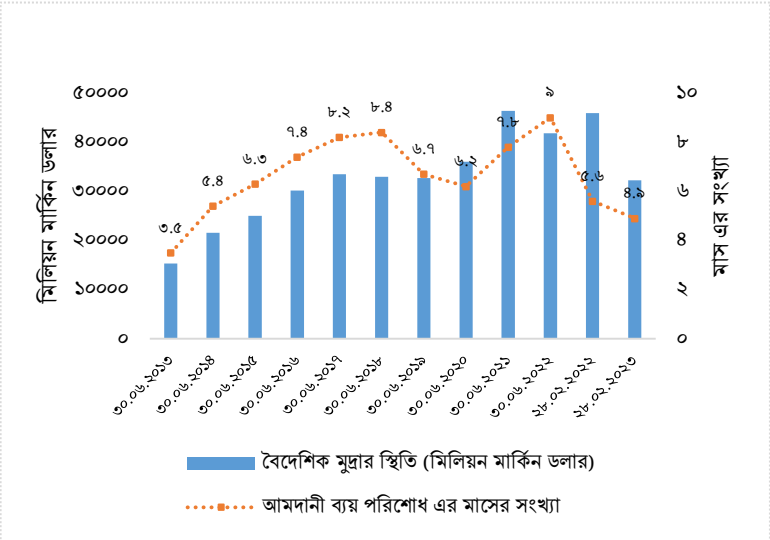

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারিত গড় বিনিময় হারে ২০২০-২১ অর্থবছর এর তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ১.৭৩ শতাংশ অবচিতি হয়। দেশে ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছর এর তুলনায় ২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ১২.০৭ শতাংশ অবচিতি হয়েছে। বিগত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮৬.৩০ টাকা, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ ৯৭.২৬ টাকায় দাঁড়ায়। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৯ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৯: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় ভারিত বিনিময় হার (টাকা)
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৭৮
২০২০-২১	৮৪.৮১
২০২১-২২	৮৬.৩০
২০২১-২২*	৮৫.৫১
২০২২-২৩*	৯৭.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।
*জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৬.৩: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

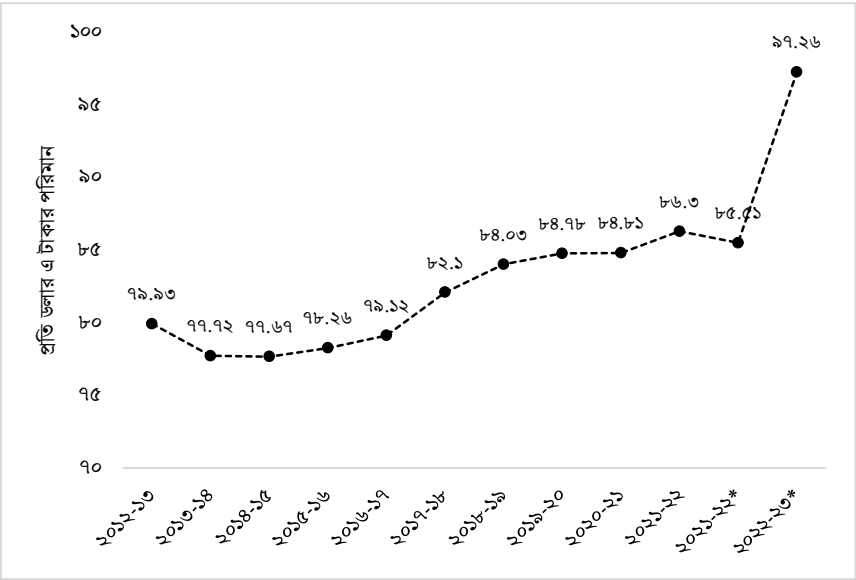

বাংলাদেশের টাকার গড় বিনিময় হার এর অবচিতি বাংলাদেশ এর অধিকাংশ বাণিজ্য সহযোগি দেশের এর তুলনায় বেশী হয়েছে। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩) (১৫টি দেশের মুদ্রা নিয়ে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে

ভিত্তি বছর ধরে) গণনাকৃত প্রকৃত কার্যকর মুদ্রা বিনিময় হার (REER) সূচক দাড়ায় ১০১.৫১ তে যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ১১১.৩০। এটি বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবচিতিকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের টাকার এই সাম্প্রতিক অবচিতি আমদানি খাতে উচ্চ ব্যয়, ধর্মীয়, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য বিদেশে ভ্রমন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসের কারণে চলতি আয়ের ঘাটতি থেকে প্রধানত: উদ্ভুত হয়েছে। এছাড়া মার্কিন মুদ্রা সংকোচন নীতির কারণে দুটি দেশের মধ্যে সুদের হারের ব্যবধান সংকুচিত হওয়াকেও সাম্প্রতিক অবচিতির জন্য দায়ী করা যায়। বহি:বিশ্বের এসব কারণ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ কতিপয় পরিস্থিতি যেমন-মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাংক সুদের হার টাকার অবচিতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। এ অর্থবছরে টাকার অবচিতি কমাতে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা সংযোজনী-৬.২ এ দেয়া হয়েছে।

নেট ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন

নেট ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন (নেটআইআইপি) হল একটি দেশের সম্পদ অন্য আরেকটি দেশে থাকার কারণে উক্ত দেশের অধিবাসীদের উপর দাবীর/দায়বদ্ধতার পরিমাণ এবং ঐ দেশে অন্য দেশের সম্পদ থাকলে বহির্বিশ্বের দাবী/দায়বদ্ধতার পরিমাণ এর পার্থক্যকে নির্দেশ করে।

এটি বহির্বিশ্বের কাছে নেট দাবি বা বহির্বিশ্বের নিকট নেট দায়বদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২০ সালে বাংলাদেশের উপর বহির্বিশ্বের এই নেট দাবী হ্রাস পেয়েছিল, এছাড়া এই দাবীর পরিমাণ ক্রমাগত বর্ধনশীল (লেখচিত্র-৬.৪ক)। বিষয়টি সম্পদ-দায় অনুপাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক বেশী ছিল তাই সম্পদ-দায় অনুপাতেও এটি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী বছরসমূহে রিজার্ভ কমে যাবার কারণে সম্পদ-দায় অনুপাতও নিম্নগামী হয়েছে (লেখচিত্র-৬.৪খ)।

লেখচিত্র ৬.৪ক: নেট আইআপি পজিশন এবং জিডিপির সাথে এর অনুপাত

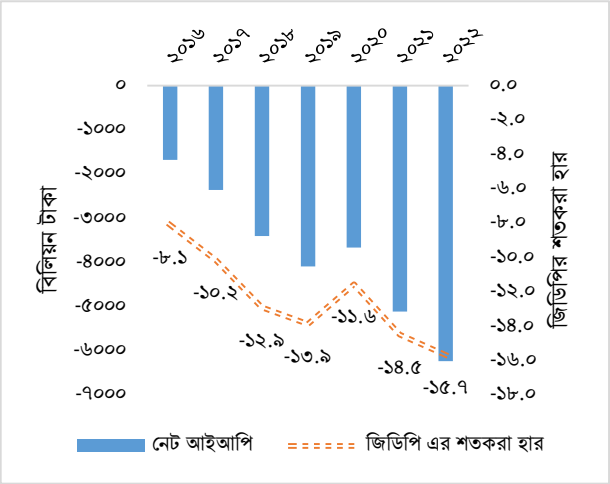

লেখচিত্র ৬.৪খ: সম্পদ-দায় অনুপাত

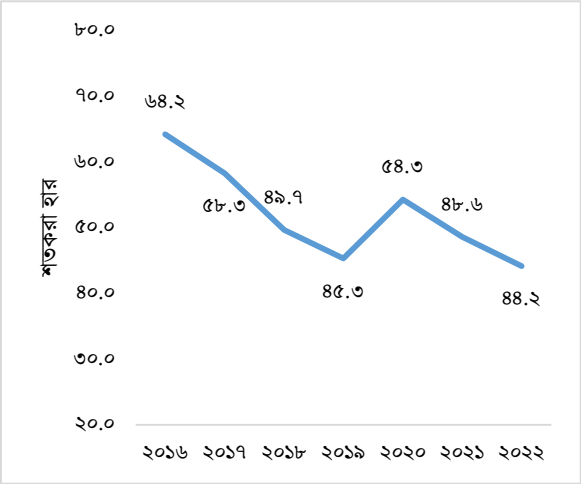

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১০: ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭,৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭,৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭,৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০, ৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০, ৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২,৫,১০,২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০, ২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৯-২০	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২০-২১	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২১-২২	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাস

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০২১-২২ সালেও অব্যাহত রয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৪.৭৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (Advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে সুনির্দিষ্ট শুল্ক বলবৎ

রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব লেখচিত্র ৬.৫ এ দেখানো হলো

লেখচিত্র ৬.৫: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্কহারের উপর সংস্কারের প্রভাব

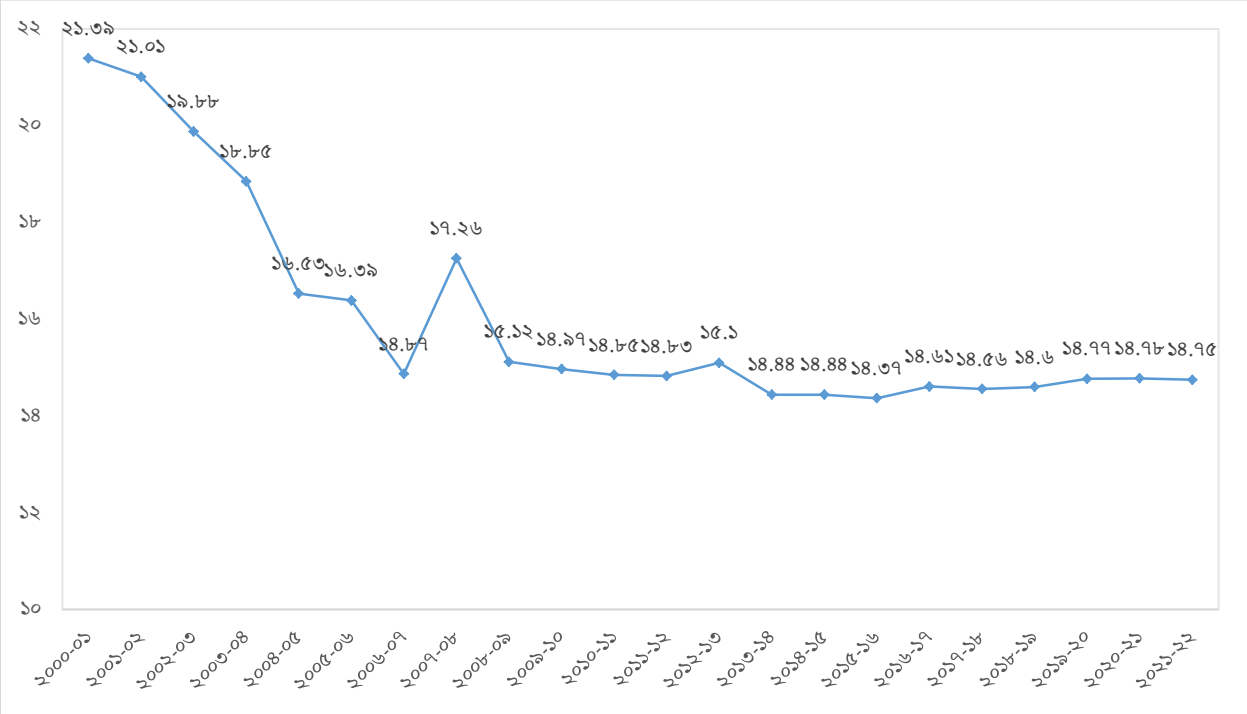

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সংযোজনী ৬.১ **সংযোজনী**

রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এরূপ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: **নগদ সহায়তা প্রদানঃ** দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ২ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানি ক্ষেত্রে তার প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণঃ রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত' ও 'বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত' হিসেবে চিহ্নিতকরণ, 'বর্ষ-পণ্য' ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। 'পাদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য ২০১৭, 'কাঁচামালসহ ঔষধ' কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, 'কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০১৯, 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০', 'আইসিটি পণ্য ও সেবা' কে বর্ষপণ্য-২০২২ এবং 'পাটজাত পণ্য'কে বর্ষপণ্য-২০২৩ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে 'পাটজাত পণ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Active Pharmaceutical Ingredient: স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ডব্লিউটিও TRIPS চুক্তির অধীন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ পর্যন্ত পেটেন্ট ওয়েভার দেওয়ায় পেটেন্ট ওয়েভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিজস্ব এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) না থাকায় ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে আমাদের ঔষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে ঔষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দেশীয়ভাবে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এছাড়া, যে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিজ দেশে পেটেন্টেড ঔষধের মলিকুল (এপিআই) তৈরিতে রাইট হোল্ডারকে রেমুনারেশন দিতে হয়, তারা ট্রিপস্ ওয়েভার সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখিকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃজনের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি" প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে নীতিটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

রপ্তানি বাজার বহুমুখিকরণঃ পণ্য বহুমুখিকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ সালে এরূপ ১১ টি এবং ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে ২০ টি বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ছিল। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য এবং জাতীয় রপ্তানিকারকদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, সরকার ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর সিআইপি (বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) (রপ্তানি) ঘোষণা করা শুরু করে। এ পর্যন্ত, সরকার ইতিমধ্যে ৮৭৮টি সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড হস্তান্তর করেছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ সাল থেকে অসামান্য অবদানের জন্য রপ্তানিকারকদের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৪৪৮ জন রপ্তানিকারক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছেন।

বাণিজ্যিক উইং স্থাপনঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং এর রপ্তানি প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নাই সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রোণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানানোসহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ২০ টি দেশে মোট ২৩ টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের লক্ষ্যে এবং তুরস্কের আংকারায় বাণিজ্যিক উইং এর পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

সংযোজনী ৬.২
২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে দেয়া হলো।

- **ইউজেন্স ভিত্তিতে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদা**নিঃ BIDA-এর 'বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত যাচাই কমিটি' এর ১৬৬তম সভায় BIDA এবং DOT-এর সাথে নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির বিপরীতে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের জন্য ইউজেন্স পিরিয়ড/পুনঃঅর্থায়ন মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সাধারণ অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী/ক্রেতার ক্রেডিট এর বিপরীতে এলসি খোলা/খোলা হবে অথবা বৈধ চুক্তি যা শুরু হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ এর আগে এবং বর্ধিত মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত হলে তাদের ক্ষেত্রে এই ইউজেন্স পিরিয়ড/পুনঃঅর্থায়ন মেয়াদ প্রযোজ্য।
- **ক্রেতার ঋণের অধীনে স্বল্পমেয়া**দি **আমদানি অর্থের বিপরীতে আমদানিকারকদের দ্বারা রিপেমেন্ট গ্যারান্টিঃ** নির্ধারিত সুদের হারে নির্দিষ্ট কিছু পন্য আমদানির বিপরীতে অর্থপ্রদানের জন্য GFET-এর অধ্যায় ৭ এর অনুচ্ছেদ ৩৩(বি) অনুসারে ক্রেতার ক্রেডিট এর অধীনে স্বল্পমেয়াদী আমদানি অর্থায়ন গ্রহনযোগ্য। অনুমোদিত ডিলারগণ কর্তৃক ইউজেন্স ইম্পোর্ট বিল গ্রহন সাপেক্ষে, অফশোর ব্যাংকিং অপারেশন সহ অন্যান্য বহিঃঋণদাতারা বায়ার্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করবে। বায়ার্স ক্রেডিট এর অধীনে স্বল্পমেয়াদি আমদানি অর্থায়নের সুবিধার্থে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আমদানিকারকগণ কর্পোরেট গ্যারান্টি, ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদান করবে যেন বিদেশী ঋণদাতাগণ এলসি দেখে সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধ করতে পারে।
- **বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে আমদানি তথ্যের অনলাইন রিপোর্টিং:** আমদানি নিরীক্ষণের অংশ হিসেবে, অনুমোদিত ডিলারগণ কে প্রোফর্মা ইনভয়েস/ পারচেস কন্ট্রাক্ট এর ভিত্তিতে লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) খোলার ২৪ ঘন্টা আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেম (OIMS) এ আমদানি তথ্য জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সরকার কর্তৃক আমদানি ব্যতীত ৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তার বেশি বা তার সমতুল্য আমদানি মূল্যের জন্য উল্লিখিত প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা হবে। অনুমোদিত ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট এলসি খোলার পর রিপোর্ট চূড়ান্ত করবে।
- **এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (EDF) এর বর্ধিত সীমাঃ** ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত BTMA এবং BGMEA-এর আওতাভুক্ত সদস্য মিলের জন্য EDF ঋণ বিতরণের জন্য সীমা ২৫ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছিল। এই সুবিধার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (EDF) বিপরীতে ঋণ নিষ্পত্তিঃ** ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের এফই সার্কুলার নং ৪৫-এর অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আয়/বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল থেকে EDF ঋণ নিষ্পত্তি করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই সার্কুলার পত্রের তারিখ থেকে যেসকল গ্রাহকদের EDF দায়বদ্ধতা রয়েছে, তারা পরবর্তী EDF ঋণের জন্য যোগ্য হবে না।
- **শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ইউজেন্স পিরিয়ড বৃ**দ্ধিঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ইউজেন্স পিরিয়ড ১৮০ দিন থেকে ৩৬০ দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। EDF ঋণের অধীনে আমদানির জন্য বর্ধিত ইউজেন্স পিরিয়ড প্রযোজ্য হবে না।
- **প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের মূল্য সংযোজন অংশের নগদায়ন** বাণিজ্য লেনদেনে নমনীয়তা আনয়নে, এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রপ্তানিকারকদের আবেদনের ভিত্তিতে, অনুমোদিত ডিলারগণ বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি আয়ের মূল্য সংযোজন অংশ সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য ধরে রাখতে পারবে। এই সময়ের মধ্যে একই রপ্তানিকারকদের দ্বারা প্রদেয় অন্যান্য আমদানি বাধ্যবাধকতা নিষ্পত্তির জন্য ধরে রাখা তহবিলটি উক্ত অনুমোদিত ডিলার ব্যবহার করতে পারবে। অব্যবহৃত তহবিলের ক্ষেত্রে, ১৫ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অনুমোদিত ডিলারগণ বাধ্যতামূলকভাবে তা টাকায় নগদায়ন করবে। তবে অব্যবহৃত তহবিল, রপ্তানিকারকদের অনুরোধ সাপেক্ষে, এই সময়ের আগেই নগদায়ন করা যেতে পারে।
- **ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর অধীনে স্থানীয় ডেলিভারির বিপরীতে রিটেনশন কোটা সুবিধাঃ** অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট (BB এলসি) এর বিপরীতে স্থানীয় প্রস্তুতকারক-সরবরাহকারীদের ধরে রাখার কোটা সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়টি

অনুচ্ছেদ ২৭(খ), ফরেন এক্সচেঞ্জ লেনদেন-২০১৮-এর জন্য নির্দেশিকা-এর অধ্যায় ১৩, ভলিউম ১ (GFET) -এ বর্ণিত রয়েছে। । বৈদেশিক মুদ্রা ধরে রাখার সময়, অনুমোদিত ডিলার (অনুমোদিত ডিলারগণ) নিশ্চিত হবেন যে বিবিএলসি-এর বিপরীতে অর্থ নিষ্পত্তির পরেই কেবলমাত্র যোগ্য সরবরাহকারীদের ধরে রাখার কোটা অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হবে। ধরে রাখার কোটা অ্যাকাউন্টগুলিতে অভ্যন্তরীণ BB এলসি-এর অধীনে আদায়কৃত অর্থের শতাংশে অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত জমা করা যেতে পারে।

- **রপ্তানি আয় থেকে আমদানি দায় নিষ্পত্তিঃ** বাণিজ্য লেনদেনে নমনীয়তা আনতে, রপ্তানিকারকদের আমদানি দায় রপ্তানি আয় থেকে নিষ্পত্তির জন্য তহবিল ধরে রাখার সময়সীমা ১৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ৩০ দিন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমদানি দায় এবং অথবা বাল্ক আমদানির জন্য উদ্ভুত EDF দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তির জন্য এই নির্ধারিত ৩০ দিন সময়ের মধ্যে তহবিল অন্যান্য অনুমোদিত ডিলারগণ-এর নিকট স্থানান্তর করা যেতে পারে। স্থানান্তরযোগ্য তহবিল যেকোন ধরণের সমস্যামুক্ত থাকতে হবে। যেজন্য, তহবিল স্থানান্তর করার আগে, AD-দের ডকুমেন্টারি প্রমাণের মাধ্যমে অর্থপ্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এক অনুমোদিত ডিলার অন্য অনুমোদিত ডিলার এর নিকট তহবিল স্থানান্তর করবে।
- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (EDF) বিপরীতে ঋণের আংশিক পরিশোধঃ** EDF ঋণ সর্বোচ্চ দুইবার আংশিক পরিশোধ করার মাধ্যমে পরিশোধ করা যেতে পারে। এরপরেও যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে একবারে নিষ্পত্তি করতে হবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্পমেয়াদি অনুমোদিত ট্রেড ফাইন্যান্সের জন্য সর্বোচ্চ সীমাঃ** বৈশ্বিক বাজারের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে, বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্পমেয়াদী ট্রেড ফাইন্যান্সের জন্য ঋণের জন্য বাৎসরিক SOFR + ৩.৫০ শতাংশে হারে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (এসিইউ) এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান**ঃ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ শ্রীলংকা (সিবিএসএল) কর্তৃক ১৪ অক্টোবর, ২০২২ থেকে সাময়িকভাবে ACU প্রক্রিয়া থেকে স্থগিত থাকার স্ব-প্রণোদিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায়; সমস্ত অথরাইজড ডিলার (অনুমোদিত ডিলারগণ)কে ACU মেকানিজমের মাধ্যমে শ্রীলংকার সাথে কোন বাণিজ্য ও বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- **আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প (FSSP) এর অধীনে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (LTFF):** ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (FSSP) এর অধীনে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা (LTFF) এর সুদের হারের সংশোধন করা হয়েছে। PFI-দের জন্য এটি ৩.০০-৪.০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে যা তাদের CAMELS রেটিং এবং ঋণের মেয়াদের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে।
- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) থেকে ঋণের সুদের হারঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের কে EDF ঋণের সুদের হার ৩.০০ শতাংশ বাৎসরিক হারে চার্জ করবে, এবং অনুমোদিত ডিলারগণ manufacturer-exporters কাছে ৪.৫০ শতাংশ বাৎসরিক হারে সুদ নেবে। পূর্বে, একই ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারগণকে বাৎসরিক ২.৫০ শতাংশ এবং অনুমোদিত ডিলারগণ manufacturer-exporters নিকট বাৎসরিক ৪.০০ শতাংশ হারে চার্জ করছিল।
- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক EDF ঋণের overdue পরিমাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুদ হারের অতিরিক্ত বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে সুদ (শরিয়াহ ভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ) এডি সমূহকে চার্জ করবে।

সংযোজনী ৬.৩
দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে ৪৫টি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তাছাড়া, তাজিকিস্তান, চিলি, মেক্সিকো, ইরান, জর্ডান ও আফগানিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ এবং বৈচিত্রময় পণ্য রপ্তানি করার জন্য বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, বেলারুশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (জেডব্লিউজি) গঠন করেছে। এলডিসি (LDC) গ্র্যাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে CEPA, RTA, PTA এবং FTA স্বাক্ষরের জন্য যথাযথ কার্যক্রম শুরু করেছে। এসব সহযোগিতা স্মারক/চুক্তিসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। LDC Graduation, বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রমাণ যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যেমন দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল করবে একই সাথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও বয়ে আনবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারাবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে RTA Policy 2022, PTA ও FTA Template প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Negotiation Structure গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, লেবানন, মরক্কো, কানাডা, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) সহ ২৬ টি দেশ/জোটের সাথে PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। নেপাল, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে TPS-OIC ও D8 PTA কার্যকর হয়েছে। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি / অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা আরম্ভ করার লক্ষ্যে গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে যৌথ ঘোষণা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এফটিএ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য বহুমুখীকরণে সহযোগীতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে 'Bangladesh- Japan Industrial Upgradation Partnership' শীর্ষক Memorandum of Co-operation (MoC) চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এবং সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি Memorandum of Cooperation স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে CEPA negotiation শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং শীঘ্রই নেগোসিয়েশন শুরু করা হবে। Eurasian Economic Union (EAEU) এর সাথে বাংলাদেশের Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে গঠিত Working Group এর প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব Eurasian Economic Commission এ প্রেরণ করা হয়েছে। Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, সম্ভাবনাময় আফ্রিকান দেশসমূহ যথা সাউথ আফ্রিকা, মরক্কো, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সিয়েরালিয়ন, সেনেগাল ও মারিশাস এর সাথে বাংলাদেশের PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হচ্ছে।

(খ) বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) স্বাক্ষর:

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্র হলো ভুটান। এ কারণে ভুটান বাংলাদেশের নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ২০১০ সাল থেকে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশে ভুটানের ১৮টি পণ্য এবং ভুটানে বাংলাদেশের ৯০টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering এর বাংলাদেশ সফরকালে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভুটানকে অতিরিক্ত ১৬টি

পণ্য ও বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১০টি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানে সম্মত হন। শীর্ষ সম্মেলনের পর ২২-২৩ আগষ্ট, ২০১৯ এ থিম্পুতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Trade Negotiating Committee (TNC) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে আরও কয়েকটি সভার মাধ্যমে PTA চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। সবশেষে, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদর উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Preferential Trade Agreement Between The Peoples Republic of Bangladesh And The Royel Government of Bhutan স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ হলো বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। উক্ত চুক্তি কার্যকরণার্থে গত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে SRO জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পক্ষিক বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুটান থেকে বাংলাদেশ প্রধানত বোল্ডার স্টোন আমদানি করে যা এ দেশের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভুটান থেকে বাংলাদেশ ফল, সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ও সব্জি আমদানি করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ভুটানে গার্মেন্টস পণ্য, জুস, প্লাইউড, মেলামাইন সামগ্রী, শুকনা খাবার, পানীয় ও ঔষধ রপ্তানি হয়।

(গ) ভারতের সাথে Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদন:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। SAFTA ও APTA এর সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদত্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে একটি Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক উভয় পক্ষ যৌথ সম্ভব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে CEPA negotiation শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা পরবর্তীতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের সভায় আলোচনা করা হয়। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত নেগোসিয়েশন শুরু করা হবে।

(ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সাথে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম চুক্তি (TICFA)

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনার জন্য ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম চুক্তি (TICFA) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি ৩০ জানুয়ারী ২০১৪ এ কার্যকর হয় এবং দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার জন্য একটি ফোরাম এ পরিণত হয়। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম চুক্তির ষষ্ঠ সভা ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান এবং মার্কিন বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তর বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়।

(ঙ) বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)/অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA):

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ জাপানে ১,৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে এবং ২,৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে। জাপান বাংলদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক বিনিয়োগের উৎস। এ কারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাপানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)/ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ও জাপান গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)/ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা আরম্ভকরনের লক্ষ্যে যৌথ ঘোষণা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ Core Working Group গঠন করা হয় এবং তা ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে জাপানকে অবহিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

এছাড়াও, চীন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)/প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (PTA)/ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA)/comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা এখন সমাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, হয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায়ে বা ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (TNC)/ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের পর্যায়ে বা ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (TNC)/ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ পর্যায়ে আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে।

সংযোজনী ৬.৪
আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

ক. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (SAFTA)

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫ টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শূল্ক মুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও-এর এইচস কোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং অ-স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০৩৩টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই)-এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্য সেনসিটিভ লিস্টে পণ্য সংখ্যা ১০০টি-তে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-তে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্যহারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন ইস্যু করেছে। এতদসংক্রান্ত কমিটি অব এক্সপার্ট এসব বাধাসমূহ ক্রমশ: হ্রাস/দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নেগোশিয়েশন চালিয়ে যাচ্ছে। এ নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে বাধাসমূহ দূর করা সম্ভব হলে এবং ফেজ-৩ বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে।

(খ) সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS)

২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬ তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ ও চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদশ সাটিস-এর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের নিকট টেলিকম ও ট্যুরিজম খাতের ১০টি সার্ভিস ক্যাটেগরিতে অফার দিয়েছে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ ও খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৫-তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে পাকিস্তান ব্যতিত সকল সদস্য দেশ তাদের প্রাথমিক সিডিউল অব কমিটমেন্টস সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে সার্ক অঞ্চলে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

(গ) বে অফ বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC):

The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীংলকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। BIMSTEC এর আওতায় ১৪টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ Trade & Investment এর Lead Country হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, গত ২০০৪ সালে BIMSTEC TNC গঠন করা হয় এবং এ পর্যন্ত ২১ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ BIMSTEC Working Group on Rules of Origin(WG-RoO) এর ২০তম সভা ঢাকায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় BIMSTEC Rules of Origin এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

(ঘ) এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA):

ইউএনএসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ যথা: বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস, এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক চুক্তি (Bangkok Agreement) স্বাক্ষর করে । APTA ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত: আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রাসারণ এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসমর্থন করেনি। তবে, ২০০১ সালে চীন এই চুক্তিতে যোগদান করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীনের যোগদানের পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শূরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে Asia Pacific Trade Agreement (APTA) নামকরণ করা হয়। এইসব নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে মঙ্গোলিয়া APTA-তে যোগদান করে। বাংলাদেশ কর্তৃক আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮ টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক ছাড় (মার্জিন অব প্রেফারেন্স) সুবিধা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। বাংলাদেশ APTA ভুক্ত দেশসমূহের ২৮ শতাংশ শুল্ক সুবিধা ছাড় পাবে। গত ১ জুলাই ২০২০ তারিখে চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬ টি পণ্যে শূল্কমুক্ত প্রবাশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে।

(ঙ) ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC):

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে। TPS-OIC-এর আওতায় বাংলাদেশ Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসি-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকা ওআইসি সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC কার্যকর হয়েছে এবং বর্তমানে TPS-OIC কার্যকরকারি দেশের সংখ্যা মোট ১৩টি, যথাক্রমে বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান এবং কাতার। বাংলাদেশ ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এস.আর.ও জারির মাধ্যমে TPS-OIC কার্যকর করেছে। TPS-OIC কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

(চ) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA):

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারপ্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-৮ (ডি-৮) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬ টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এস.আর.ও জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৪টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এপ্রিল ২০২১ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে দুই বছর মেয়াদের জন্য ডি-৮ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(ছ) দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য ব্লক মার্কোসুর (MERCOSUR) এর সাথে বাণিজ্য চুক্তি:

MERCOSUR- Southern Common Market হচ্ছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে নিয়ে গঠিত দক্ষিণ আমেরিকার একটি বাণিজ্য ব্লক যা Asuncion চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯১ সালে গঠিত হয়। প্রায় ২৭০ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত MERCOSUR ভুক্ত দেশগুলোর মোট জিডিপি ১.৯৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারেরও অধিক এবং মাথাপিছু আয় ১৮,৯৮৭ ইউ এস

ডলারের বেশী। MERCOSUR ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ন বাণিজ্যিক অংশীদার। বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে MERCOSUR এর সাথে অগ্রধিকার বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। MERCOSUR এর সাথে পিটিএ/এফটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। পিটিএ/এফটিএ স্বাক্ষরের নিমিত্ত আলোচনা আরম্ভ করার জন্য মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী MERCOSUR এর সেক্রেটারি জেনারেল এবং MERCOSUR ভুক্ত দেশসমূহের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বরাবর অনানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করেছেন।

(জ) আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ট্রানজিট

বাংলাদেশ-ভূটান ট্রানজিটঃ

Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit and It's Protocol between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan এর খসড়া উভয় দেশের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে চুড়ান্ত করা হয়েছে। যা স্বাক্ষরের পূর্বে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicle Agreement (BBIN-MVA):

বিবিআইএন (এমভিএ) বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত Motor Vehicle Agreement. ইহা একটি Framework Agreement. চুক্তিটি ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী গাড়ী এক দেশ থেকে অন্য দেশে খুব সহজে যাতায়াত করতে পারবে। গত ৭-৮ মার্চ, ২০২২ সময়ে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত BBIN (MVA) চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Transport Working Group ও Customs Working Group গঠন করা হয়। Working Group-সমূহ চুক্তিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত পেসেঞ্জার ও কার্গো প্রটোকল চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সংযোজনী ৬.৫
আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

(ক) বাংলাদেশ-কমনওয়েলথ সম্পর্ক

কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩ টি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন গত ৯-১২ অক্টোবর ২০১৯ সময়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও সুপারিশ প্রদান করেন। তিনি ডিজিটাইজেশন এর ফলে সৃষ্ট ডিজিটাল ডিজরাপশন মোকাবেলায় কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল প্রণয়নের প্রস্তাব করেন এবং বিজনেস টু বিজনেস কানেক্টিভিটি ক্লাস্টারের লিড হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে ব্যবসা সহজীকরণ কর্মসূচি যেমন: Cross Border Paperless Trade, National Single Window ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণের অধিকতর সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া, ব্যবসা সহজীকরণের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথভুক্ত ব্যবসায়ীগণের জন্য ভিসা সহজীকরণের প্রস্তাব রাখেন। উক্ত সভার ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে Commonwealth Head of Government সভা রুয়ান্ডার কিগালিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহের নাগরিকদের জন্য Common Value, agreed action policy to improve their lives বিষয়ক কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে পুন: বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে Commonwealth: Senoir Trade Officials Meeting (STOM) ২০২৩ সভা Online Platform এ ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিল Co-operation to Increase Food Security: The Role of Agricultural Trade and the Green Economy, Co-operation on the Digital Economy: Supporting MSMEs to Create Digital Jobs, Support for the Multilateral Trading System, Roadmap to the 2023 Commonwealth Trade Ministers Meeting ইত্যাদি।

(খ) বাংলাদেশ - ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য সম্পর্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর অদ্যাবধি ৭টি Dialogue সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ ৭ম অধিবেশন ২৩ জুন ২০২২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তাছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের ১০ম সভা ২০ মে ২০২২ তারিখে এবং EU-BD Sub-group on Trade and Economic Cooperation সভা ১৯ মে ২০২২ তারিখে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এ অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) বাংলাদেশ - UNESCAP সম্পর্ক

বাংলাদেশ UNESCAP গৃহীত Cross-border Paperless Trade, Asia-Pacific Trade Agreement, public-private partnership networking, renewable energy এবং অন্যান্য উদ্যোগের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিশেষ করে UNESCAP প্রণীত Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific- টি বাংলাদেশ প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে ২০১৭ সালে স্বাক্ষর করে এবং ২০২০ সালে অনুসমর্থন করে। চুক্তিটি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হয়। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার ফলে আন্ত:দেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর এবং দ্রুততর হবে। এর ফলে ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়নসহ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ গঠন এবং ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গঠনের স্বপ্ন ত্বরান্বিত হবে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়া আমাদের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির জন্য একটি অসামান্য অর্জন যা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ঘ) ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ

ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রণীত সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি-বিধান সমূহ সুষ্ঠভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সম্ভবপর করেছে । বাংলাদেশ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সুবিধা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য সহজীকরণে

ডব্লিউটিও অনুবিভাগ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করা, বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ ডব্লিউটিও-এর চুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা, ডব্লিউটিও'র আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো এবং ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা ডব্লিউটিও অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রণীত সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি-বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে।এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং ডব্লিউটিও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম ডব্লিউটিও অনুবিভাগ চলমান রেখেছে। ডব্লিউটিওর বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও অনুবিভাগ প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (NAMA) বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের উপর প্রভাব ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য ডব্লিউটিও অনুবিভাগ কাজ করছে।

বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সে এলডিসি কো-অর্ডিনেটর ও গুরুত্বপূর্ণ এলডিসি সদস্য হিসাবে জোরালো ভূমিকা রেখে চলছে। এ কারণে একারণে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে কতিপয় উন্নত দেশ ব্যতীত (যেমন- যুক্তরাষ্ট্র) সকল উন্নত দেশ ডব্লিউও-এর আওতায় প্রায় শতভাগ শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করছে। এ সুবিধার আওতায় উন্নত দেশসমূহে বাংলাদেশ হতে প্রায় সকল পণ্য শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত বাজার সুবিধা লাভ করে থাকে। ইইউভুক্ত সকল দেশ হতে এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) স্কীম এর আওতায় বাংলাদেশী সকল পণ্যের (অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা আদায় করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে চীন, ভারত, চিলি, থাইল্যান্ড সহ দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান বাংলাদেশকে এ সুবিধা প্রদান করছে। অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড হতে জিএসপি'র আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; চিলি হতে জিএসপি'র আওতায় গম, গমের আটা ও চিনি ব্যতীত সকল পণ্যে; তুরস্ক হতে জিএসপি'র আওতায় গার্মেন্টস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; জাপান হতে জিএসপি'র আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ও স্বল্প সংখ্যক পণ্য ব্যতীত প্রায় সকল পণ্যে; রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান ও আর্মেনিয়া হতে জিএসপি'র আওতায় ৭১টি পণ্যে; থাইল্যান্ড হতে WTO Agreement এর অধীনে ৬,৯৯৮টি পণ্যে ও BIMSTEC এর অধীনে ২২৯টি পণ্যে; দক্ষিণ কোরিয়া হতে "Preferential Tariff for Least Developed Countries" এর আওতায় ৪,৮০২টি পণ্যে; ভারত হতে SAFTA এর আওতায় টোবাকো ও ড্রাগ (Alcohol) ব্যতীত সকল পণ্যে; চীন হতে "Duty Free Treatment Granted by China" এর আওতায় নতুন করে প্রায় ৮,২৫৬ টি পণ্যে, মালয়েশিয়া হতে জিএসপি'র আওতায় ৫২৫ টি পণ্যে; এবং কানাডা হতে General Preferential Tariff (GPT) এর আওতায় পোলট্রি, ডেইরী, ডিম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী তিন বছর বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করবে।

ঔষধের মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবার কথা ছিল। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-১ এর আওতায় "Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় "Export Potentiality of

Trade in Services of Bangladesh: Identifying Opportunities and Challenges" এবং "Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets" শিরোনামে দু'টি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে । এছাড়া "Export Diversification and Competitiveness Development Project (Tier II)" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান আছে। এ প্রকল্পের অধীনে ঔষধ শিল্পের কাচামাল (API) প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণের উদ্যোগ, কৃষি বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ঠ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণ ও তৈরি পোষাক শিল্পের জন্য বিজিএমই ভবনে একটি Innovation, Efficiency and OSH সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, তৈরি পোষাক শিল্পের জন্য অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। এর ফলে তৈরি পোষাক শিল্পে অধিকতর মূল্য সংযোজন সম্ভবপর হবে।

বাংলাদেশ ডব্লিউটিওর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করে যা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ক্যাটাগরি এর আওতায় যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে ডব্লিউটিতে নোটিফিকেশন 'সি' প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস এ বাংলাদেশ অবস্থান উন্নীত হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগ Diagnostic Trade Integration Study Update (DTISU) of Bangladesh: Trade Roadmap for Sustainable Graduation (TRSG) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এলডিসি দেশ হিসেবে টেকসই উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত মূল চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিতকরণ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। রেডিমেইড গার্মেন্টস, নীটওয়্যার, প্লাস্টিক পণ্য, চামড়া শিল্প, জাহাজ নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট ট্রেড রোডম্যাপ প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে ১ জুন ২০২৩ । প্রকল্প ব্যয় ১,৭০,০০,০০০ টাকা। এক বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Enhanced Integrated Framework (EIF).